BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 11(16), 2015: 59-78
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

কুরআনে তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ

মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া*

সারসংক্ষেপ: সাধারণত তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহর ব্যাপারে সঠিক ধারণার ক্ষেত্রে মানুষ বেশি ভ্রান্তির শিকার হয়। ফলশ্রুতিতে তারা তাওহিদুল উলূহিয়্যায়ও ভুল করে এবং শিরকে লিপ্ত হয়। কেননা রবের যে ব্যাপক অর্থ তা সে সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই কোনো কোনো অর্থ সে অকপটে মেনে নেয়। আবার কোনো কোনোটি নিজের অজান্তেই অস্বীকার করে বসে। কুরআনে তাই তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহর বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে এবং রসুলগণকে তাওহিদুল উলূহিয়্যার সংশোধনে নিয়োজিত করা হয়েছে। কুরআনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ সুরা দু'টোতেই রব শব্দের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম সুরায় 'রাব্বুল আলামীন' (رب العالمين) আর শেষ সুরায় 'রাব্বুন্ নাস' (رب الناس) এর আলোচনা হয়েছে। এছাড়া কুরআনের বিভিন্ন সুরায় 'রাব্ব' (رب) শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মানুষের রূহগুলোর সৃষ্টির পর আল্লাহ তাদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তাতেও রব হিসেবেই স্বীকৃতি আদায় করা হয়েছে। আল্লাহ হলেন সকল সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও পথপ্রদর্শক। জীবন ও মৃত্যুর তিনিই একমাত্র মালিক। আর তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহর অর্থও হলো আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর সকল কাজের ক্ষেত্রে একক বলে মেনে নেয়া। তাই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও স্বভাব চরিত্রের সাথে মিল রেখে তাদের কাছে যেন সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য হয় এমনভাবেই কুরআনে তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে এবং নবি-রসুলগণকে দিয়ে বার বার তাওহিদুল উলূহিয়্যার দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে।

মূল শব্দসমূহ: তাওহিদ, রুবূবিয়্যাহ, উলূহিয়্যাহ, দাওয়াত এবং রব।

তাওহিদ কী?

সাধারণ অর্থে 'তাওহিদ' হলো একত্ববাদ। আর পারিভাষিক অর্থে তাওহিদ হলো- 'আল্লাহই একমাত্র রব' এ আকিদাহ পোষণ করে তাঁর জন্য সকল ইবাদাতকে একনিষ্ঠ করা এবং কুরআন ও সহিহ সুন্নাহ কর্তৃক সমর্থিত তাঁর সকল নাম ও সিফাতকে তাঁরই জন্য হুবহু সাব্যস্ত করা। ইবন মানযূর বলেন:

التوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له . والله الواحد الأحد: ذو الوحدانية والتوحد .

> তাওহিদ হলো এক আল্লাহর প্রতি ইমান যাঁর কোনো শরীক নেই। আর আল্লাহই হলেন একমাত্র এক ও একক, এককত্ব ও একত্ববাদের অধিকারী।[১]

---

* ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, ঢাকা ক্যাম্পাস, E-mail: sabiiucdc@gmail.com

১ ইবন মানযুর, লিসানুল আরব (কায়রো: দারুল হাদিস, ১৪২৩ হি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬।

আল মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে:

> তাওহিদ হলো আল্লাহকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা। আর হাকিকতপন্থী (সুফি)-দের পরিভাষায় তাওহিদ হলো- আল্লাহর সত্ত্বাকে চিন্তা-বিবেচনা ও স্মৃতিতে যা কল্পনা করা হয় তা থেকে মুক্ত রাখা।[২]

আল মু'জামুল ওয়াসিতে আরো এসেছে:

> আহাদ শব্দটি মূলে ছিল ওয়াহাদ। এটি আল্লাহর একটি গুণ। তাই তিনি হলেন 'আল আহাদ'। কেননা 'আহাদিয়্যাহ' বা এককত্ব কেবল তাঁরই জন্য খাস, এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না। আর তাই এই গুণে তিনি ছাড়া অন্য কেউ গুণান্বিত হতে পারে না। এজন্যেই 'রাজুলুন আহাদ' বা 'দিরহামুন আহাদ' ইত্যাদি বলা হয় না।[৩]

আরবি ব্যাকরণবিদ আবু ইসহাক রহ. বলেন, আহাদ শব্দটি মূলে ছিল ওয়াহাদ। আর অন্যরা বলেন: ওয়াহিদ এবং আহাদ এর মধ্যে পার্থক্য হলো- আহাদ হলো যা দ্বারা কোনো কিছুর সংখ্যাবাচক গুণকে নাকচ করে দেয়া হয়। আর ওয়াহিদ দ্বারা সংখ্যা গণনার প্রারম্ভ বুঝানো হয়। আহাদ শব্দটি বাক্যের মধ্যে অস্বীকার কিংবা নাকচ করার স্থলে ব্যবহৃত হয়। আর ওয়াহিদ শব্দটি হ্যাঁ বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়- 'মা আতানী মিনহুম আহাদুন' (তাদের মধ্য থেকে কেউই আমার কাছে আসেনি)। এর অর্থ হলো- আমার কাছে একজনও আসেনি, দুইজনও আসেনি। আর যদি তুমি বল: 'জাআনী মিনহুম ওয়াহিদুন' (তাদের মধ্য থেকে আমার কাছে একজন এসেছে)। এর অর্থ হলো- আমার কাছে তাদের মধ্য থেকে দুইজন আসেনি। আহাদ শব্দটিকে কারো সাথে সম্বন্ধ না করলে এটাই হয় তার অর্থ। আর যদি সম্বন্ধ করা হয় তাহলে এটি ওয়াহিদ এর অর্থের কাছাকাছি হয়।[৪]

> আল আযহারি বলেন: ওয়াহেদ হলো আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে একটি। এর অর্থ হলো- তিনি এমন এক, যাঁর কোনো দ্বিতীয় নেই। ওয়াহিদ বা এক দিয়ে যে কাউকে গুণান্বিত করা যায়। তবে আহাদ বা একক দিয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে গুণান্বিত করা যায় না। কেননা পবিত্র এ নামটি কেবল তাঁরই জন্য খাস। নবি সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি যখন আল্লাহর নাম উল্লেখ করে তার দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করছিলো, তখন তিনি তাকে বলেছিলেন: 'আহ্হিদ আহ্হিদ'। অর্থাৎ তুমি এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করো।[৫] নবি সা. বলেন:
>
> شرار أمتي الوحداني المعجب بدينه المرائي بعمله المخاصم بحجته .

---

[২] ইবরাহিম মুসতাফা এবং অন্যান্যগণ, আল মু'জামুল ওয়াসীত (মিসর: মুজাম্মা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩৮০ হি./১৯৬০ খৃ.), পৃ. ১০১৬।

[৩] প্রাগুক্ত।

[৪] ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

[৫] আল মুসতাদরাক 'আলা আস্ সাহীহাইন (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১৮, হাদিস নম্বর-১৯৬৫; মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক (বৈরূত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫২, হাদিস নম্বর-৩২৫৫; ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

> আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হলো ঐ ব্যক্তি যে একা চলে, নিজের দ্বীনদারীর ব্যাপারে অতিশয় সন্তুষ্ট, নিজের আমল দ্বারা প্রদর্শনেচ্ছা করে আর যুক্তি তর্কের জোরে ঝগড়া করে।[৬]

ইবন মানযূর বলেন:

> 'ওয়াহদানী' বলতে তিনি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে একা একা চলে তাকে বুঝিয়েছেন। শব্দটিতে অর্থের আধিক্যের জন্য 'আলিফ' এবং 'নূন' অতিরিক্ত যোগ করে 'আল ওয়াহদাতু' (তথা একাকিত্ব) এবং 'আল ইনফিরাদু' (নিঃসঙ্গতা) এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।[৭]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাওহিদের শাব্দিক অর্থ হলো- কোনো কিছুকে এক করা, এক বলে গণ্য করা, একক বলে বিশ্বাস করা ও এক বলে ঘোষণা দেয়া। আর পারিভাষিক অর্থে তাওহিদ হলো- আল্লাহকে তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ও তাঁর জন্য সীমাবদ্ধ বিষয়াদিতে তাঁর আপন সত্ত্বা, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, ইবাদাত ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকার এবং নাম ও গুণাবলীতে একক বলে বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়া।

রুবূবিয়্যাহ 'রব' (رب) শব্দ থেকে এসেছে। তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ হলো রব হিসেবে আল্লাহর একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লাহই হলেন একমাত্র রব; এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করাই হলো তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ। আরবিতে এটিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়- (هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير) "তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ হলো সৃষ্টি, মালিকানা ও পরিচালনায় আল্লাহকে একক সত্তা বলে স্বীকার করা"। আরবি 'রব' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপকার্থবোধক। এ শব্দটিকে ঘিরেই তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহর অর্থ নির্ণিত হয়।

রব শব্দের অর্থ

'আর-রাব' (الرَّبّ) মূলে 'রাব্বা', 'ইয়ারুব্বু' (ربَّ يَرُبُّ) এর ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হচ্ছে কোনো বস্তুকে প্রতিপালন করে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় তথা পূর্ণ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। এ অর্থেই আমরা রবের অনুবাদ করি প্রতিপালক হিসেবে। তবে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের বেলায় রবের অর্থ আরো ব্যাপক। রবের অর্থ স্রষ্টা, প্রতিপালনকারী, মালিক এবং বিধাতা বা বিধানদানকারী। কেননা তিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে প্রতিটি বস্তুকে অস্তিত্ব দান করেন। এরপর তাকে প্রতিপালন করে পরিপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে যান। তাকে জীবন চলার পথ প্রদর্শন করেন। তারপর তাকে মৃত্যুদান করেন। অতঃপর তাকে পুনরুত্থিত করে তার কৃতকর্মের আলোকে তিনি তাকে শাস্তি দেন অথবা পুরস্কৃত করেন। অর্থাৎ তিনিই 'খালিক' (স্রষ্টা), তিনিই 'বাদি' (উদ্ভাবক), তিনিই 'রায্যাক' (রিযিকদাতা), তিনিই 'হাদি' (হিদায়াতকারী), তিনিই 'মুহঈ' (জীবনদাতা), তিনিই 'মুমিত' (মৃত্যুদানকারী), তিনিই 'মুন'ঈম' (নি'মাতদাতা), তিনিই 'মু'আয্যিব' (শাস্তিদাতা) এবং তিনিই 'মালিকি ইয়াওমিদ দ্বীন' (বিচার দিনের মালিক)। ফিরাউনের সাথে মূসা আ. ও তাঁর ভাই হারূন আ.-এর কথোপকথনের যে বর্ণনা কুরআনে এসেছে, তাতে রবের এই ব্যাপকার্থ তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

---

[৬] কানযুল 'উম্মাল (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৬, হাদিস নম্বর- ৭৬৭৫।

[৭] ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭।

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى .

(ফিরাউন) বললো: হে মূসা! তাহলে তোমাদের রব কে? মূসা (জবাবে) বললেন: তিনিই আমাদের রব, যিনি প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর পথ বাতলে দিয়েছেন।[৮]

সুরা কুরাইশেও রব শব্দের ব্যাপকার্থের কথাই বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ .

সুতরাং তাদের উচিত এ (কাবা) ঘরের রাব্বের (মালিকের) ইবাদাত করা, যিনি তাদেরকে খাবার খাইয়ে ক্ষুধা থেকে বাঁচিয়েছেন এবং ভয় থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদে রেখেছেন।[৯]

আর তাই 'আর-রাব্ব' শব্দটি শুধু আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য, যিনি জগতের সকল কিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক। অন্য কারো জন্যে এ শব্দটি প্রযোজ্য নয়। প্রতিটি সালাতে তাই আমরা একথারই সাক্ষ্য দিয়ে বলি-

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব।[১০] অন্যান্য বেশ কিছু আয়াতেও এ কথাই বলা হয়েছে।[১১]

আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের বেলায় এ শব্দটি সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধবাচক শব্দ হিসেবেই শুধু ব্যবহার করা যাবে। যেমন বলা যায়, 'রাব্বুদ্ দার' অর্থাৎ ঘরের মালিক ও 'রাব্বুল জামাল' অর্থাৎ উটের মালিক। এ অর্থেই আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীসমূহে ইউসুফ আ.-এর বক্তব্য পেশ করা হয়েছে বলে আয়াতের তাফসিরে একটি মত রয়েছে। যেমন-

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ .

তারপর তাদের (দু'জনের) মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিলো তাকে ইউসুফ আ. বললেন, 'তোমার রবের (বাদশাহের) কাছে আমার কথা উল্লেখ করো'। কিন্তু শয়তান তাকে এমনভাবে ভুলিয়ে দিলো যে, সে তার রবের কাছে তাঁর কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেলো। ফলে (ইউসুফ) আরো কয়েক বছর জেলে পড়ে রইলেন।[১২]

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي

---

[৮] সুরা ত্বহা, ২০: ৪৯-৫০।

[৯] সুরা কুরাইশ, ১০৬: ৩-৪।

[১০] সুরা ফাতিহা, ১: ১।

[১১] সুরা আশ-শুআরা, ২৬: ২৬, সুরা আস সফফাত, ৩৭: ১২৩-১২৬ ও সুরা আদ দুখান, ৪৪: ৮।

[১২] সুরা ইউসুফ, ১২: ৪২।

بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ .

আর বাদশাহ বললো, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। কিন্তু যখন বাদশাহের পাঠানো লোক ইউসুফের কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, তোমার রাব্বের (বাদশাহের) কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো যে, ঐ মহিলাদের ব্যাপারটা কী, যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিলো। আমার রব (আল্লাহ) তো তাদের ফন্দি সম্পর্কে জানেন।[১৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ .

হে জেলের সাথীদ্বয়! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এটাই যে, তোমাদের একজন তার রবকে (মিসরের বাদশাহ) মদ পান করাবে। অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে এবং পাখিরা তার মগজ ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাবে। তোমরা যা জানতে চেয়েছিলে তার ফায়সালা হয়ে আছে।[১৪]

রসুল সা.-এর হাদিসেও সম্বন্ধবাচক শব্দ হিসেবে কোনো মানুষের বেলায় এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন হারিয়ে যাওয়া উষ্ট্রী সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন- حتى يجدها ربها অর্থাৎ যতক্ষণ না উষ্ট্রীর রব (মালিক) তাকে ফিরে পায়[১৫]।

উপরোক্ত আলোচনা এবং দলিলসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহর ক্ষেত্রে 'আর-রব' সুনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ ও সম্বন্ধবাচক পদ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যদের বেলায় 'আর-রব' বলা যাবে না। তবে সম্বন্ধবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন আরবদের কথাবার্তা ও লিখনীতে অনুরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়। ইয়ামানের রাজা আবরাহা কাবা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসে যখন মাক্কার অদূরে সৈন্য শিবির স্থাপন করেছিল এবং গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবার জন্যেই কাবার রক্ষক 'আবদুল মুত্তালিবের উটগুলোকে চারণভূমি থেকে আটকে রেখেছিল, 'আবদুল মুত্তালিব তখন তার উটগুলো ফেরত আনতে গিয়ে বলেছিলেন-

إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه.

আমি তো কেবল উটের রব (মালিক), আর এ ঘরেরও একজন রব রয়েছেন যিনি তা রক্ষা করবেন।[১৬]

---

[১৩] সুরা ইউসুফ, ১২: ৫০।

[১৪] সুরা ইউসুফ, ১২: ৪১।

[১৫] সহিহ বুখারি (বৈরূত: দার ইবন কাসীর, ১৪০৭ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫৬, হাদিস নম্বর- ২২৯৬ ও সহিহ মুসলিম (বৈরূত: দার এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪৯, হাদিস নম্বর- ১৭২২।

[১৬] আবুল হাসান আলী আন্ নাদাভী, সীরাতু খাতামিন্ নাবিয়্যীন (মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, মু. ৭, ১৪০৩ হি.), পৃ. ২৩।

আর 'রাব্বুল আলামীন' কথাটির অর্থ হলো- সকল সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক, তাদের সংশোধনকারী এবং বহু নিয়ামত দিয়ে, নবি রসুল পাঠিয়ে ও গ্রন্থসমূহ নাযিল করে তাদের প্রতিপালনকারী এবং তাদের আমলের পুরস্কার দানকারী। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন:

فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته هذا حقيقة الربوبية وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة .

রুবূবিয়্যাহ কথাটির দাবি হলো বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা, তাদেরকে নিষেধ করা এবং বান্দাদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকে ইহসান দিয়ে পুরস্কৃত করা ও যারা পাপী তাদেরকে পাপের সাজা দেয়া। আর নবুওয়াত ও রিসালাতের মাধ্যমেই কেবল এটা সম্পন্ন হয়।[১৭]

অতএব রাব্বের শাব্দিক অর্থ স্রষ্টা, প্রতিপালনকারী, জীবন ও মৃত্যুর মালিক, পুরস্কার ও শাস্তি দাতা এবং বিধাতা বা বিধানদানকারী।

তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহর পরিচয় ও এর মূল কথা

তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ হলো আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর সকল কাজের ক্ষেত্রে একক বলে মেনে নেওয়া। যেমন এ বিশ্বাস করা যে, তিনিই সকল সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা, একমাত্র রিজিকদাতা, একমাত্র পথপ্রদর্শক এবং জীবন ও মৃত্যুর তিনিই একমাত্র মালিক ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

(হে নবি!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও জমিনের রব কে? বলুন যে আল্লাহ। তারপর তাদেরকে বলুন, '(যখন এটাই সত্য তখন) তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব মাবুদকে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছো, যারা নিজেদের ভালো ও মন্দের কোন ইখতিয়ারও রাখে না?' বলুন, 'অন্ধ ও দৃষ্টিমান কি সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক?' আর (যদি তা না হয় তাহলে) তাদের বানানো শরীকরাও কি আল্লাহর মতো কিছু পয়দা করেছে যে, এর কারণে তাদেরও সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে বলে সন্দেহ হয়? বলুন যে প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ এবং তিনি এক ও মহাপরাক্রমশালী।[১৮]

---

[১৭] ইবনুল কাইয়্যিম, মাদারিজুস্ সালিকীন (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৩৯৩ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

[১৮] সুরা আর রাদ, ১৩: ১৬।

اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ .

আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা এবং তিনিই প্রতিটি জিনিসের হিফাযাতকারী।[১৯]

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ .

দুনিয়ায় এমন কোনো জীব নেই, যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নেই এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, সে কোথায় থাকে এবং কোথায় তাকে রাখা হয়। সব কিছু এক স্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে।[২০]

قُلِ اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ .

(হে নবি!) বলুন, রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ! তুমি যাকে চাও তাকেই রাজত্ব দান করো, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা হয় রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে চাও সম্মান দান করো, আর যাকে চাও অপমানিত করো। যা ভালো তা তোমারই ইখতিয়ারে আছে। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। তুমি রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও এবং জীবনহীন থেকে জীবন্তকে ও জীবন্ত থেকে জীবনহীনকে বের করে আনো। আর তুমি যাকে চাও তাকে বে-হিসেব রিজিক দান করো।[২১]

أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

তিনি কে, যিনি সৃষ্টি শুরু করেন এবং আবারও সৃষ্টি করেন? কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিজিক দান করেন? আল্লাহর সাথে আর কোনো ইলাহ কি (এসব কাজে শরীক) আছে? (হে নবি!) বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদি হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের দলিল নিয়ে আসো।[২২]

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ .

---

[১৯] সুরা জুমার, ৩৯: ৬২।

[২০] সুরা হূদ, ১১: ৬।

[২১] সুরা আলে ইমরান, ৩: ২৬-২৭।

[২২] সুরা নামল, ২৭: ৬৪।

> (হে নবি!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 'আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিজিক দান করে, তোমাদের শুনবার ও দেখবার শক্তি কার হাতে, কে প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করে আনে, এবং কে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করে।' তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ। তাহলে তাদেরকে বলুন, তোমরা কি (বেঠিক পথে চলা থেকে) এর পরেও ভয় করবে না?[২৩]

অতএব আল্লাহ তাঁর সকল কাজে একক সত্তা- এটিই তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহর মূল কথা।

কুরআনে তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ

মহাগ্রন্থ আল কুরআন তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ প্রমাণে অত্যন্ত সুস্পষ্ট নীতি অবলম্বন করেছে যা মানুষের স্বভাব ও সুস্থ বিবেকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর এ নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে এমন বিশুদ্ধ প্রমাণাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে যা দ্বারা প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন মানুষই সন্তুষ্ট হয় এবং প্রতিপক্ষরাও তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ সকল বিশুদ্ধ প্রমাণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-

প্রত্যেক ঘটনার পেছনে অবশ্যই একজন ঘটক রয়েছে

মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান এটাই দাবি করে যে, প্রত্যেক ঘটনার পেছনে অবশ্যই একজন ঘটনা সৃষ্টিকারী রয়েছে। এমনকি ছোট শিশুদের কাছেও বিষয়টি বোধগম্য। কেউ যদি শিশুটিকে আঘাত করে আর সে যদি আঘাতকারীকে দেখতে না পায় তাহলে সে জিজ্ঞেস করবে যে, কে আমাকে আঘাত করেছে? যদি বলা হয় যে, কেউ তাকে আঘাত করেনি; তাহলেও সে তা মেনে নিতে চাইবে না, তার বিবেক তা অগ্রাহ্য করবে। কেননা তার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ না কেউ তাকে প্রহার না করলে এ ঘটনা ঘটতে পারে না। আর যদি তাকে বলা হয় যে, অমুক তোমাকে মেরেছে, তাহলে সে জিদ করে কাঁদতে থাকবে। যতক্ষণ না ঐ ব্যক্তিকে তার সামনে প্রহার করা হয়। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, যে কোনো ঘটনার পেছনে কোনো ঘটক থাকাই স্বাভাবিক। একথা একটি শিশুর কাছেও বিবেকগ্রাহ্য বিষয়। আল্লাহ বলেন:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ .

> তারা কি কোনো কিছু ছাড়া এমনি এমনি সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকারী?[২৪]

এ আয়াতে আল্লাহ এমনভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা সর্বজনবিদিত, যা কারো পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তিনি এখানে এমন দু'টো প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যার দু'টোই নেতিবাচক। প্রথমে তিনি প্রশ্ন করেছেন- তারা কি এমনি এমনি সৃষ্টি হয়েছে? এর উত্তরে সকলেই বলবে- না। কারণ জগতের কোনো কিছুই স্রষ্টাবিহীন এমনি এমনি সৃষ্টি হয় না। এরপর তিনি প্রশ্ন করেছেন- নাকি তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? এটিরও উত্তর হবে- না। কারণ জগতে কোনো জিনিস নিজেকে নিজে অস্তিত্ব দিতে পারে না। অর্থাৎ দু'টো বিষয়ই বাতিল, অশুদ্ধ ও অগ্রাহ্য। অতএব প্রমাণিত হলো যে, তাদের অবশ্যই এমন এক মহান স্রষ্টা রয়েছেন যিনি তাদেরকে সৃষ্টি

---

[২৩] সুরা ইউনুস, ১০: ৩১।

[২৪] সুরা তূর, ৫২: ৩৫।

করেছেন। তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি বলেছেন:

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

এ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং আমাকে দেখাও তিনি ছাড়া আর যেসব সত্তা রয়েছে তারা কী সৃষ্টি করেছে? আসলে যালিমরা স্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে পড়ে রয়েছে।[২৫]

অন্যত্র তিনি বলেছেন:

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ .

(হে রসুল! এদেরকে) বলুন, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকো, তাদের কথা কি কখনো ভেবে দেখেছো? তারা দুনিয়াতে কী কী পয়দা করেছে তা তোমরা আমাকে দেখাও তো। অথবা আসমান সৃষ্টিতে কি তাদের কোন হিস্যা আছে? তোমরা যদি (তোমাদের আকিদার ব্যাপারে) সত্যবাদি হয়ে থাকো তাহলে (এর প্রমাণ হিসেবে) আগের কোনো (আসমানি) কিতাব বা স্বীকৃত কোনো ইলম থেকে তা পেশ করো।[২৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ .

হে মানুষ! একটা উপমা দেওয়া হচ্ছে। ভালো করে শুনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো তারা সবাই মিলে একটা মাছিও যদি পয়দা করতে চায়, তারা পারবে না। বরং মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা তা ছাড়িয়ে নিতেও পারবে না। যে সাহায্য চায় সেও দুর্বল এবং যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় সে-ও দুর্বল।[২৭]

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .

আর আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে মানুষ ডাকে তারা কোনো জিনিসই পয়দা করে না, বরং তাদেরকেই

---

[২৫] সুরা লোকমান, ৩১: ১১।

[২৬] সুরা আহকাফ, ৪৬: ৪।

[২৭] সুরা হাজ, ২২: ৭৩।

পয়দা করা হয়।[২৮]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّايَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَانُشُوراً.

লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যারা কোনো জিনিসকে পয়দা করেনি। বরং তাদেরকেই পয়দা করা হয়েছে। যারা নিজেদের জন্যও কোনো লাভ ও ক্ষতির ইখতিয়ার রাখে না। যারা মৃত্যুর মালিক নয়, জীবনেরও মালিক নয় এবং যারা মৃতকে জীবিত করে উঠাবারও ক্ষমতা রাখে না।[২৯]

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ .

(তাহলে) যে পয়দা করে, আর যে কিছুই পয়দা করে না- এ দু'জন কি সমান? তোমাদের কি চেতনা হবে না?[৩০]

আল্লাহর পক্ষ থেকে এভাবে বার বার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, সৃষ্টিতে তাঁর সাথে আর কারো শরীক নেই। তাছাড়া কোনো প্রমাণ সাব্যস্ত করা তো দূরের কথা অদ্যাবধি এ দাবিও কেউ করেনি যে, সে কোনো কিছু সৃষ্টি করেছে। ফলে এটাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তায়ালাই হলেন একমাত্র স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকর্মে তাঁর কোনো শরীক নেই।

সারা জাহানের সুশৃংখল ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা

তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ প্রমাণের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় দলিল হলো সারা জাহানের সুশৃংখল ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা। কেননা এর পরিচালক এমন এক মহান ইলাহ যাঁর কোনো শরীক নেই। নেই কোনো বিবাদীও। আল্লাহ বলেন:

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ .

আল্লাহ কাউকে তাঁর সন্তান বানাননি। আর তাঁর সাথে আর কোনো ইলাহ নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক ইলাহ তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং তারা একে অপরের ওপর চড়াও

[২৮] সুরা নাহল, ১৬: ২০।

[২৯] সুরা ফুরকান, ২৫: ৩।

[৩০] সুরা নাহল, ১৬: ১৭।

হতো। এরা যেসব কথা বলে তা থেকে আল্লাহ অতি পবিত্র।[৩১]

সুতরাং সত্যিকার ইলাহ এমন এক স্রষ্টা হওয়াই বাঞ্ছনীয় যিনি হবেন সকল কর্মবিধায়ক। যদি তাঁর সাথে আর কোনো ইলাহ থেকে থাকে যিনি তাঁর সাথে তাঁর রাজত্বের অংশীদার, তাহলে সে ইলাহেরও অবশ্যই কিছু সৃষ্টিকাজ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড থাকবে। যদি সত্যিই এমন হয় তাহলে তাঁর সাথে অন্য ইলাহদের শরীকানা তাঁকে খুশি করবে না। তাই তিনি যদি তাঁর শরীককে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন তাহলে তিনি তাই করবেন এবং একাই রাজত্ব করবেন। আর যদি তিনি তা করতে অসমর্থ হন তাহলে তিনি রাজত্ব ও সৃষ্টিতে নিজের অংশ নিয়ে একাকী পড়ে থাকবেন যেভাবে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা নিজ নিজ রাজত্ব নিয়ে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে থাকেন। আর এমতাবস্থায় বিশ্বজগতে অনিবার্যরূপে বিভক্তি দেখা দেবে। এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তা ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য হবে।

আল্লাহ বলেন:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ .

যদি আসমান ও জমিনে এক আল্লাহ ছাড়া আরও কোনো মাবুদ থাকতো তাহলে (আসমান ও জমিনে) ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হতো। কাজেই এরা যেসব কথা বানায় তা থেকে 'আরশের রব আল্লাহ অতি পবিত্র।[৩২]

সুতরাং তর্কের খাতিরে একাধিক ইলাহের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে নিম্নোক্ত তিন অবস্থার কোনো একটি অবশ্যই হবে:

ক. তাদের একজন অন্যদের ওপর বিজয়ী হবে এবং সকল মালিকানার অধিকারী হবে।

খ. অথবা তাদের প্রত্যেকেই একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে নিজ নিজ রাজত্ব ও সৃষ্টি নিয়ে পড়ে থাকবে। ফলে জগত রকমারি কর্তৃত্বের অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

গ. অথবা তারা সকলেই একজন মালিকের অধীনস্থ থাকবে যিনি তাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। আর তিনিই হবেন প্রকৃত ইলাহ এবং তারা হবে তাঁর বান্দাহ।

আর শেষোক্ত এ কথাটিই হচ্ছে মূল বাস্তবতা। কেননা জগতে কোনো বিভক্তি নেই এবং কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতিও নেই। সৃষ্টিজগতের সবকিছু এক সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলছে। তাতে কোনো ব্যত্যয় নেই এবং সকলেই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এক মহান ইলাহের দাসত্ব করে চলছে। তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ বলেন:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .

এখন এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পথ (আল্লাহর দ্বীন) বাদ দিয়ে অন্য কোন পথ তালাশ করে? অথচ আসমান ও জমিনের সব জিনিসই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর অনুগত

---

[৩১] সুরা মুমিনুন, ২৩: ৯১।

[৩২] সুরা আম্বিয়া, ২১: ২২।

(মুসলিম) হয়েই আছে। আর সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।[৩৩]

কুরআনে আরো বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে।[৩৪]

অতএব এ জগতের মহান স্রষ্টা ও পরিচালনাকারী হলেন আল্লাহ তায়ালা। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনিই একমাত্র মালিক ও প্রভু।

সৃষ্টিজগতকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনুগত রাখা

তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ প্রমাণের ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দলিল হলো এ জগতে এমন কোনো সৃষ্ট বস্তু নেই যা তার দায়িত্ব পালনকে অস্বীকার করে ও তা থেকে বিরত থাকে। বরং প্রত্যেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে চলে। নিজের অলক্ষ্যেই আপন স্রষ্টার প্রতি অনুগত হয়ে সে তা করে থাকে। আল্লাহ বলেন:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .

এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পথ (আল্লাহর দ্বীন) বাদ দিয়ে অন্য কোন পথ তালাশ করে? অথচ আসমান ও জমিনের সব জিনিসই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর অনুগত (মুসলিম) হয়েই আছে। আর সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।[৩৫]

ফিরাউনের প্রশ্নের জবাবে মূসা আ. এ বিষয়টি দিয়েই প্রমাণ পেশ করেছিলেন। ফিরাউন বলেছিল:

فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى .

(ফিরাউন বললো) হে মূসা! তাহলে তোমাদের রব কে?[৩৬]

তখন মূসা আ. বললেন:

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى .

তিনিই আমাদের রব, যিনি প্রতিটি জিনিসকে আকার দান করেন, তারপর পথ বাতলান।[৩৭]

অর্থাৎ আমাদের প্রভু হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি সকল সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা। যিনি প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুকে তার উপযুক্ত অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা তার জন্য সুন্দর ও মানানসই। অতঃপর প্রত্যেক সৃষ্টিকে যে জন্য সৃষ্টি করেছেন সে দিকে হিদায়াত দিয়েছেন। আর এ হিদায়াত হচ্ছে পথনির্দেশমূলক ও জ্ঞানগত হিদায়াত। তাই প্রত্যেক মাখলূক আল্লাহর দেয়া হিদায়াত অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে। আল্লাহ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে এমনকি জীবজন্তুকেও

---

[৩৩] সুরা আলে ইমরান, ৩: ৮৩।

[৩৪] সুরা আল ইসরা, ১৭: ১১০-১১১; সুরা মুলক, ৬৭: ৩-৪।

[৩৫] সুরা আলে ইমরান, ৩: ৮৩।

[৩৬] সুরা ত্বহা, ২০: ৪৯।

[৩৭] সুরা ত্বহা, ২০: ৫০।

উপলব্ধি ও অনুভূতি শক্তি দান করেছেন যা দ্বারা সে নিজের কর্তব্য কাজ করতে সক্ষম হয় এবং তার জন্য যা ক্ষতিকর তা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ .

> যে জিনিসই তিনি পয়দা করেছেন তা খুবই সুন্দরভাবে বানিয়েছেন। এবং তিনি কাদা-মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন।[৩৮]

আল্লাহ সকল প্রকার বস্তুকে তার উপযোগী আকৃতি ও অবয়ব দান করেছেন। পারস্পরিক বিবাহ-মিলন ও ভালোবাসায় প্রত্যেক জাতের নর-নারীকে তার উপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন। আর প্রত্যেক অঙ্গকে তার ওপর অর্পিত কাজের উপযোগী আকৃতি ও শক্তি সামর্থ প্রদান করেছেন। এরই মধ্যে সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় ও সন্দেহাতীত প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহই হলেন সব কিছুর রব, অন্য কেউ নয়।

অতএব যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে এমন সুন্দর অবয়ব দান করেছেন যে সুন্দর অবয়বের ওপর বিবেক কোনো আপত্তি উপস্থাপন করতে পারে না। আর এসব কিছুকেই তাদের কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত রব। তাঁকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বাস্তব ও সবচেয়ে বড় সত্তাকে অস্বীকার করা। আর তাই তিনিই হলেন একমাত্র ইলাহ বা ইবাদাত পাওয়ার অধিকারী, অন্য কেউ নয়।

স্বভাবগতভাবেই মানুষকে তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ এর ধারণা প্রদান করা হয়েছে

তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ এর ধারণা জন্মগত সূত্রে এবং স্বভাবগতভাবেই প্রত্যেক মানবের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা কাউকে কাউকে তাওহিদের এই ধারণা থেকে বিচ্যুত করে। অর্থাৎ জন্মগতভাবেই আল্লাহ সৃষ্টিকূলকে তাওহিদের প্রতি স্বভাবসুলভ আকর্ষণ ও মহান রব এর পরিচিতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

> কাজেই (হে নবি!) একমুখী হয়ে আপনার লক্ষ্যকে এই দ্বীনের ওপর কায়েম রাখুন। আল্লাহ মানুষকে যে স্বভাবের ওপর পয়দা করেছেন তারই ওপর দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহর সৃষ্টি বদলানো যায় না। এটাই পুরোপুরি সঠিক দ্বীন। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তা জানে না।[৩৯]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সমগ্র মানবতাকে প্রকৃতিগতভাবে এ ধারণা দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা ও মাবুদ নেই। এ আয়াত প্রসঙ্গে আল্লামা শাওকানী রহ. বলেন:

---

[৩৮] সুরা আস সাজদাহ, ৩২: ৭।

[৩৯] সুরা রূম, ৩০: ৩০।

الفطرة في الأصل الخلقة، والمراد بها هنا: الملة . وهي الإسلام والتوحيد .

অর্থাৎ ফিতরাতের মূল অর্থ সৃষ্টি। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মিল্লাত। আর তা হচ্ছে ইসলাম ও তাওহিদ।[৪০]

আল্লামা ইবনু কাসীর রহ. এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন:

لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره .

অর্থাৎ তুমি তোমার সঠিক প্রকৃতি ও স্বভাবকে আঁকড়ে ধর, যে প্রকৃতি ও স্বভাবের ওপর আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর মারিফাত বা পরিচয়, তাওহিদ এবং তিনি ছাড়া যে আর কোনো ইলাহ নেই- এ বিশ্বাসের ওপর সৃষ্টি করেছেন।[৪১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ .

(হে রসুল! জনগণকে ঐ সময়ের কথা মনে করিয়ে দিন) যখন আপনার রব বনী আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো: 'আপনি অবশ্যই আমাদের রব। আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি'। আমি এ ব্যবস্থা এজন্যেই করেছি, যাতে তোমরা কিয়ামাতের দিন একথা বলতে না পারো যে, আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না।[৪২]

সুতরাং আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তা ছিল তাওহিদের প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ যে একমাত্র রব এবং একমাত্র প্রভু তার স্বীকৃতি স্বভাবগতভাবেই মানুষ দিয়েছিল। আর এ প্রকৃতির ওপরই তাকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। কাজেই আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর প্রতি মনোনিবেশ একটি স্বভাবজাত বিষয়। আর শিরক হচ্ছে একটি আরোপিত বা আপতিত বিষয়। এ প্রসঙ্গে নবি সা. এরশাদ করেন:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أو ينصرانه أو يُمَجِّسَانِهِ كما تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هل تُحِسُّونَ فيها من جَدْعَاءَ . ثُمَّ يقول أبو هُرَيْرَةَ

---

[৪০] আশ্ শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, ফাতহুল কাদীর (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা. বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৪।

[৪১] 'ইমাদুদ্দীন, ইসমা'ঈল ইবন কাসীর, তাফসিরুল কুরআনিল 'আযীম (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০১ হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩।

[৪২] সুরা আরাফ, ৭: ১৭২।

رضي الله عنه: (فِطْرَةَ اللَّهِ التي فَطَرَ الناس عليها لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدِّينُ الْقَيِّمُ) .

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রসুল সা. এরশাদ করেছেন: এমন কোনো শিশু নেই যে (ফিতরাত) ইসলামি স্বভাবের ওপর জন্ম গ্রহণ করে না। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসক করে গড়ে তোলে (অর্থাৎ পিতা-মাতা যে ধর্মবিশ্বাস বা মতামত পোষণ করে সন্তানকেও ঠিক সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করেই গড়ে তোলে)। যেরূপ চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটা চতুষ্পদ জন্তু রূপেই ভূমিষ্ঠ হয়। তোমরা তার নাক বা অন্য কোনো অঙ্গ কাটা দেখতে পাও কি? অতঃপর আবু হুরায়রা রা. কুরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন, (এটিই) আল্লাহর নিয়ম বা প্রকৃতি যার ওপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর এ নিয়ম বা প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সরল সঠিক দ্বীন।[৪৩]
বুখারির অন্য বর্ণনায় এসেছে:

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أو يُنَصِّرَانِهِ أو يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هل تَرَى فيها جَدْعَاءَ .

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবি সা. এরশাদ করেছেন: প্রত্যেক শিশুই (ফিতরাত) ইসলামি স্বভাবের ওপর জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসক করে গড়ে তুলে। যেরূপ চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটা চতুষ্পদ জন্তু রূপেই ভূমিষ্ঠ হয়। তোমরা তার নাক বা অন্য কোন অঙ্গ কাটা দেখতে পাও কি?[৪৪]

অতএব বান্দাকে যদি তার স্বভাবজাত ফিতরাতসহ ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে তাওহিদ অভিমুখী হবে এবং রসুলগণের দাওয়াতকে গ্রহণ করবে। এ তাওহিদ নিয়েই যুগে যুগে নবি-রসুলগণ আগমন করেছেন। নাযিল হয়েছে সকল আসমানি গ্রন্থ। কিন্তু বিচ্যুত শিক্ষাব্যবস্থা এবং নাস্তিক্যবাদী পরিবেশ নবজাতকের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দেয়। তাই তারা তাদের বাবা-মায়ের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। এক হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন:

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عن دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عليهم ما أَحْلَلْتُ لهم وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي ما لم أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا .

আমি আমার বান্দাদের সকলকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের কাছে এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়। আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি তা তাদের সামনে হারাম হিসেবে দেখায়। আর আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করতে তাদেরকে প্ররোচিত করে।

---

[৪৩] সহিহ বুখারি (বৈরূত: দার ইবন কাসীর, ১৪০৭ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬, হাদিস নম্বর- ১২৯৩।

[৪৪] সহিহ বুখারি (বৈরূত: দার ইবন কাসীর, ১৪০৭ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৫, হাদিস নম্বর- ১৩১৯।

অথচ এ বিষয়ে আমি কোনো প্রমাণ পেশ করিনি।[৪৫]

কোনো মানব শিশু যদি জন্মের পর থেকেই বনে জঙ্গলে পশু-পাখীদের সাথে বড় হয় তাহলেও সে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তাঁর একত্ববাদের ধারণা নিয়েই বেড়ে উঠবে। সে এটা মনে করবে না যে, এমনি এমনি তার জন্ম হয়েছে। কালক্রমে এ ধারণাই তার নিকট প্রকটভাবে ধরা দেবে যে, একজন মহাশক্তিধর সত্তা রয়েছেন যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। বিপদে আপদে তিনিই তাকে রক্ষা করেন। এ কারণেই কাফির মুশরিকরাও বিপদে পড়লে অবচেতন মনে হলেও আল্লাহর নামই উচ্চারণ করে থাকে। মহাগ্রন্থ কুরআনে আল্লাহই আমাদেরকে এ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন। এরশাদ হয়েছে:

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

তিনিই ঐ সত্তা, যিনি জলে ও স্থলে তোমাদেরকে ভ্রমণ করান। সুতরাং যখন তোমরা নৌকায় চড়ে অনুকূল বাতাসে খুশিমনে সফর করতে থাকো, তখন হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলে চারদিক থেকে ঢেউ-এর ঝাপটা আসে এবং আরোহীরা ধারণা করে যে, তারা ঘেরাও হয়ে গেছে। ঐ সময় সবাই তাদের আনুগত্য আল্লাহর জন্য খাস করে নিয়ে দোয়া করে, যদি আমাদেরকে এ মহাবিপদ থেকে নাজাত দাও তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।[৪৬]

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ .

যখন তারা নৌকায় চড়ে তখন তাদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালিস করে নিয়ে আল্লাহকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে শুকনায় নিয়ে আসেন তখন হঠাৎ তারা শিরক করতে থাকে।[৪৭]

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ .

যখন (সমুদ্রে) কোনো ঢেউ তাদেরকে ছাউনির মতো ঢেকে ফেলে, তখন তারা তাদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে আল্লাহকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে শুকনায় পৌঁছিয়ে দেন, তখন তাদের কেউ কেউ মাঝপথ বেছে নেয়। বিশ্বাসঘাতক ও কাফির ছাড়া আর কেউ আমার

[৪৫] সহিহ মুসলিম (বৈরূত: দার এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৯৭, হাদিস নম্বর- ২৮৬৫।

[৪৬] সুরা ইউনুস, ১০: ২২।

[৪৭] সুরা আনকাবূত, ২৯: ৬৫।

নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে না।[৪৮]

একই অবস্থা আমরা অপরিণত বয়সের শিশুদের বেলায়ও লক্ষ্য করে থাকি। ইমান, ইসলাম, স্রষ্টা, সৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে এখনো কোনো ধারণা হয়নি এমন শিশুরাও বিপদে পড়লে অকপটে আল্লাহর নামই মুখে আনে।

অতএব জন্মগতভাবেই মানুষ আল্লাহকে তার রব হিসেবে মেনে নেয়। তাওহিদের প্রতি তার বিশ্বাস স্বভাবজাত। সৃষ্টির শুরু থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষ তাওহিদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহ বলেন:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ .

প্রথমে সব মানুষ একই জাতিভুক্ত ছিল (একই তরিকায় চলতো)। (পরে এ অবস্থা থাকেনি, বরং মতভেদ দেখা দিয়েছে) তখন আল্লাহ নবিগণকে পাঠালেন। যাঁরা সুপথের জন্য সুসংবাদদাতা এবং কুপথের পরিণাম সম্পর্কে সাবধানকারী ছিলেন। আর তাঁদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছিলেন, যাতে সত্য সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল সে ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন।[৪৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস রা. বলেন:

كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة . هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه .

আদম ও নূহ আ.-এর মধ্যকার দশ যুগ বা প্রজন্ম সকলেই সত্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর যখন তারা মতবিরোধে লিপ্ত হলো, আল্লাহ নবি এবং রসলগণকে পাঠালেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করলেন। তারা ছিল একই জাতিভুক্ত।[৫০] (আল হাকিম বলেন) এটি বুখারি ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ হাদিস, কিন্তু তারা এটি বর্ণনা করেননি।

বিশ্বজগতের সবকিছুই আল্লাহর জাগতিক নির্দেশের অনুগত

তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ প্রমাণের ক্ষেত্রে আরো একটি দলিল হলো এ বিশ্বজগত- যাতে রয়েছে আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রাণীকুল, বৃক্ষ-লতা, জল-স্থল ও অন্তরীক্ষ, জিন-ইনসান ও মালাইকাহ- এর সবকিছুই আল্লাহর

---

[৪৮] সুরা লোকমান, ৩১: ৩২।

[৪৯] সুরা বাকারা, ২: ২১৩।

[৫০] আল মুসতাদরাক 'আলা আস্ সাহীহাইন (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮০, হাদিস নম্বর- ৩৬৫৪।

বশীভূত ও তাঁর জাগতিক নির্দেশের অনুগত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .

এখন এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পথ (আল্লাহর দ্বীন) বাদ দিয়ে অন্য কোনো পথ তালাশ করে? অথচ আসমান ও জমিনের সব জিনিসই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর অনুগত (মুসলিম) হয়েই আছে। আর সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।[৫১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ . بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ .

তারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র। আসল সত্য এই যে, আসমান ও জমিনের সবকিছুই তাঁর মালিকানায় আছে। সবকিছুই তাঁর অনুগত ও বাধ্য। তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। তিনি যখন কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি শুধু এটুকু হুকুম দেন যে, 'হয়ে যাও', আর অমনি তা হয়ে যায়।[৫২]

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

(এ কথা শুনে) মারইয়াম বললেন: হে আমার রব! আমার কিভাবে সন্তান হবে? আমাকে তো কোনো লোক হাতও লাগায়নি। তিনি বললেন: এরকমই হবে, আল্লাহ যা চান তাই পয়দা করেন। যখন তিনি কোনো কাজ করার ফায়সালা করেন তখন তিনি শুধু বলেন: 'হয়ে যাও', আর অমনি তা হয়ে যায়।[৫৩]

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ .

আর আল্লাহকেই আসমান ও জমিনের সব কিছু ইচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে সিজদা করছে এবং সব জিনিসের ছায়া সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর দিকে নত হয়।[৫৪]

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ .

---

[৫১] সুরা আলে ইমরান, ৩: ৮৩।

[৫২] সুরা বাকারা, ২: ১১৬-১১৭।

[৫৩] সুরা আলে ইমরান, ৩: ৪৭।

[৫৪] সুরা আর রাদ, ১৩: ১৫।

আসমান ও জমিনে যত প্রানী আছে এবং যত মালাইকাহ আছে সবাই আল্লাহর সামনে সিজদারত। তারা কখনো অহংকার করে না।[৫৫]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না যে, যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সূর্য, চন্দ্র, তারা, পাহাড়, গাছ, সকল প্রাণী এবং অনেক মানুষ আল্লাহকে সিজদা করছে? এমন অনেক লোক আছে, যারা আজাবের যোগ্য হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে ইজ্জত দিতে পারে এমন কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন।[৫৬]

সুতরাং এ সৃষ্টিজগত ও জগতসমূহের সবকিছুই আল্লাহর অনুগত ও তাঁর ক্ষমতার কাছে বশীভূত। এগুলো আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এবং তাঁরই নির্দেশক্রমে পরিচালিত হয়। এর কোনো কিছুই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না। অতি সূক্ষ্ম নিয়ম ও শৃংখলার সাথে তারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে এবং অনিবার্য ফলাফলে উপনীত হয়। আর নিজেদের স্রষ্টাকে সকল দোষ, ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করে।

উপসংহার

কুরআনে তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহর বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ সুরা দু'টোতেই রব শব্দের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া ক্ষণে ক্ষণে এটি মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন সালাত আদায়ের সময় প্রতি রাকায়াতেই বাধ্যতামূলকভাবে সুরা আল ফাতিহা পড়তে হয়, যেখানে 'রাব্বুল আলামীন' এর আলোচনা রয়েছে। সুরা আর রহমানে আল্লাহ জ্বীন ও মানবকে তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে করে মোট **৩১** বার প্রশ্ন করেছেন যে, তাহলে তোমরা তোমাদের রবের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? মানুষের রূহগুলোর সৃষ্টির পর আল্লাহ তাদের নিকট থেকে রব হিসেবেই স্বীকৃতি আদায় করেছেন। তিনি বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ .

(হে রসুল! জনগণকে ঐ সময়ের কথা মনে করিয়ে দিন) যখন আপনার রব বনী আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো: আপনি অবশ্যই আমাদের রব। আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য

[৫৫] সুরা নাহল, ১৬: ৪৯।

[৫৬] সুরা হাজ, ২২: ১৮।

> দিচ্ছি। আমি এ ব্যবস্থা এজন্যই করেছি, যাতে তোমরা কিয়ামাতের দিন একথা বলতে না পারো যে, আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না।[৫৭]

মানুষেরা সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁকে স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করলেও তারা অনেকেই তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহতে যথাযথভাবে বিশ্বাসী নয়। আর এ কারণেই তারা তাওহিদুল উলূহিয়্যাতেও ভুল করে ফেলে। আল্লাহকে রব বলে স্বীকৃতি দেয়; অথচ ইলাহ হিসেবে গণ্য করে অন্যকে। যুগে যুগে আল্লাহর প্রেরিত রসুলগণ সকলেই তাই তাওহিদুল উলূহিয়্যার ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ .

> আমি প্রত্যেক উম্মাতের নিকট একজন রসুল পাঠিয়েছি যেন (তিনি তাদেরকে সাবধান করে দেন যে,) তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাগূতের দাসত্ব থেকে বিরত থাকো।[৫৮]

তাওহিদুর রুবূবিয়্যাহ নিয়ে কুরআনে এত ব্যাপক আলোচনা এবং তাওহিদুল উলূহিয়্যার ব্যাপারে নবি রসুলগণের এত তাগিদ মূলত: একই সূত্রে গাঁথা। সুতরাং একমাত্র রব হিসেবে আমরা আল্লাহকে যে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি সেই স্বীকৃতির ওপরই আমরা আছি। আর এ স্বীকৃতির ভিত্তিতেই আমরা আল্লাহকে আমাদের একমাত্র রব মেনে নিয়ে কেবল তাঁরই দাসত্ব করব, অন্য কারো নয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআন।

আল মুসতাদরাক'আলা আস্সাহীহাইন, বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.।

আল মু'জামুল ওয়াসীত, মিসর: মুজাম্মা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩৮০ হি.।

কানযুল 'উম্মলে, বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৯ হি.।

তাফসিরুল কুরআনিল 'আযীম, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০১ হি.।

ফাতুহুল কাদীর, বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.।

মাদারিজুস্ সালকীন, বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'আরাবি, ১৩৯৩ হি.।

মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০৩ হি.।

লিসানুল 'আরাব, কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৩ হি.।

সহিহ মুসলিম, বৈরুত: দার এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা. বি।

সীরাতু খাতামিন্ নারিয্যীন, মুআস্সাতুর রিসালাহ, মু. ৭, ১৪০৩ হি.।

সহিহ বুখারি, বৈরুত: দার ইবন কাসীর, ১৪০৭ হি.।

---

[৫৭] সুরা আরাফ, ৭: ১৭২।

[৫৮] সুরা নাহল, ১৬: ৩৬।